আখিরাতের সম্পদ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا يا عمر

"কাফা বিল মাউতি ওয়া'ইযান ইয়া উমার!" বলেন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ)। "মৃত্যুই তোমার জন্য যথেষ্ট শিক্ষনীয় হে উমার!" গতকালও তা ঘটেছে (মুস্তাফা কোচ এর মৃত্যু)। প্রতিদিনই মৃত্যু ঘটে কিন্তু তারা ভাবে সেটা শুধু অন্য মানুষের জন্য।

সবারই একটি করে তাকদীর আছে। যখন সময় আসে তখন ধন-সম্পদ কোন কাজে আসে না এবং সন্তানেরাও নিষ্ফল হয়ে যায়। আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) যখন উনার আমানাত ফেরত নেবেন তখন আযরাইল তোমার আত্মা খাবলে নেবে। সে চিন্তা করে না লোকটি ধনী না গরীব।

সম্পদশালী লোকদের তাদের আখিরাতকে সম্পদশালী করা প্রয়োজন। তাদের আখিরাতের ব্যাপারে ভাবা উচিৎ যেন তারা নিজেদের আখিরাত গড়তে পারে। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) বহু সুযোগ দিয়েছেন। তোমাদের আখিরাত গঠন করতে হবে ঠিক যেভাবে তোমরা নিজেদের পৃথিবীর জীবন গঠন কর।

আল্লাহ্ এই নিয়ামাতসমূহ দিয়েছেন। তোমরা যদি তা ব্যবহার না কর তাহলে সেগুলো আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে আসার পরিবর্তে জবাবদিহিতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি তোমরা আল্লাহ্র (জাঃজাঃ) আদেশসমূহ পালন কর, যাকাত এবং সাদাকা দান কর, তাহলে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। কিন্তু যদি দান না কর তাহলে আখিরাতে তোমাদের মনে হবে পৃথিবীতে দরিদ্র হলেই তোমাদের জন্য ভালো হত। এবং সেখানে বান্দা এবং আল্লাহ্র মাঝে হিসাব হবে।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আমরা কাউকেই কিছু বলতে পারব না কারণ কিছু মানুষ আছে যারা লোক না দেখিয়ে ভালো কাজ করে। হয়ত কেউই তার থেকে ভালো আশা করে না। সেই ভালো কাজ বান্দা এবং আল্লাহ্‌র ভিতরে থাকে এবং এটাই বেশী গ্রহনযোগ্য।

যারা এরকম কাজ করে যায় তারা তাদের আখিরাত জিতে নেয়। তাদের সম্পত্তি তাদের জন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ স্বরূপ হয় এবং তা আখিরাতে প্রাচুর্য নিয়ে আসে। কিন্তু যদি মানুষ আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করে, দুনিয়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শুধু দুনিয়ার কথাই চিন্তা করে তাহলে যখন তাকদীর সামনে এসে দাঁড়াবে তখন তাদের জন্য “যদি এমন হত” বলা আর কোনই কাজে আসবে না।

আল্লাহ্‌ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের এমন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা নিয়ামাত বুঝতে পারে, মূল্যায়ন করতে পারে এবং তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তিনি অনেক দেন, কিন্তু তিনি আমাদের এমন ব্যক্তিদের মাঝে সামিল করুন যারা উনার দানের মূল্য বোঝে, ইনশাআল্লাহ্‌। কারণ আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, “দুর্বল বিশ্বাসী থেকে সবল বিশ্বাসী উত্তম।“

শক্তিও আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামাতসমূহের মধ্যে একটি। তাই আল্লাহ্‌ আমাদের দান করুন কিন্তু আমাদের বিপথগামী না করুন ইনশাআল্লাহ্‌। যেমনটি আমরা বলেছি, এটা আল্লাহ্‌ এবং বান্দার ভেতরের ব্যাপার। কেউ মারা গেলে আমরা জানিনা তার আসলে কি হয়েছে এবং সে কি কাজ রেখে গেছে। এটি সবার জন্য একটি শিক্ষা। সম্পদ এবং শক্তি দুনিয়া এবং আখিরাতে ঐশ্বর্য্য নিয়ে আসতে পারে অথবা তা আখিরাতে দারিদ্র্য নিয়ে আস্তে পারে। আল্লাহ্‌ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের সেসব মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা আখিরাতে বিত্তশালী হবে।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

২২ জানুয়ারী ২০১৬ / ১২ রাবিউল আখির ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফাজর নামায।